দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JUN 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

সাংবাদিকতা শিক্ষায় প্রায়োগিক দিকটা বেশি প্রাধান্য পায়। প্রায়োগিক শিক্ষার সুবিধার্থে "বাসস" ও "ইউএনবি"-এর টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস এ বিভাগে চালু রয়েছে। মুদ্রণ সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ও ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সংবাদপত্র কার্যালয় ও রেডিও-টেলিভিশন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

যখন উন্নত দেশগুলোতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ভিত্তি বেশ মজবুত, তারও বেশ কিছুকাল পর সাংবাদিকতার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি হলো এ দেশের কয়েকজন পত্রিকা সম্পাদক ও সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তার। তাঁরা সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ দানের প্রত্যাশায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দাবি তুললেন। একই সময় ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আবির্ভাব ঘটল পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে। সালটি ছিল ১৯৫৮। দাবির প্রেক্ষিতে গঠন করলেন গুটিকয়েক কমিশন। তাদের একটি ছিল "পাকিস্তান প্রেস কমিশন"। কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন সিন্ধু হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এইচ. বি. তাইয়াবজী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রিন্সিপাল

আয়নাল হক সাকিব

ইব্রাহিম খাঁ। ১৯৫৯ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টের সুপারিশমালার মধ্যে একটি সুপারিশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ চালু করা। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ খোলা হয়। যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রত্যাশা কিছুটা পূরণ হলো এ দেশের সংবাদপত্রসেবীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ চালু হলেও তিন-চার মাসের বেশি তা টিকে থাকেনি।

শুরু হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের যাত্রা। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৪ অক্টোবর থেকে মাত্র ১৬ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রথম শিক্ষা বছরের ক্লাস শুরু হয়। বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা শিক্ষার পথিকৃৎ আতিকুজ্জামান খান। শুরুতে ছিল এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স। তখনও বর্তমানের মতো লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হতো। ক্লাস বসত সন্ধ্যায়। সে সময় একমাত্র পূর্ণকালীন শিক্ষক ছিলেন আতিকুজ্জামান খান। অন্যান্য খণ্ডকালীন শিক্ষক আসতেন বিভিন্ন পত্রিকা ও অন্যান্য বিভাগ থেকে। তাঁদের মধ্যে ডঃ আহমদ শরীফ, প্রফেসর কে. এম. এ. মুনিম, সালাউদ্দিন মোহাম্মদ, মাহবুব জামাল জায়দী।

নতুন বিভাগ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা কম থাকায় শুরুতে পাঠ্যক্রমের জটিলতা দেখা দেয়। জটিলতা নিরসনে একটি পেশাভিত্তিক পাঠ্যক্রম রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। সে জন্য বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক, সংবাদ সংস্থা, যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাবান শিক্ষকদের পরামর্শ নেয়া হয়। তখন তাত্ত্বিক শিক্ষার চেয়ে প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেয়া হতো।

সাংবাদিকতার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য ডিপ্লোমার পাশাপাশি ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুই বছর মেয়াদী এম. এ. কোর্স চালু হয়। ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছরের জন্য অনার্স ক্লাস খোলা হয়। একই সঙ্গে ডিপ্লোমা কোর্সের বিলুপ্তি ঘটে। অনার্স ক্লাস চালু হলে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ("MASS COMMUNICATIONS AND JOURNALISM DEPARTMENT") রাখা হয়। সেই থেকে এ বিভাগে প্রতিবছর ৬০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। অনার্স ও প্রিলিমিনারি উভয় ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা সমান। বর্তমানে মোট ৬শ' শিক্ষার্থী এ বিভাগে অধ্যয়ন করছে। বিভাগটি কলা অনুষদের আওতায়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ওপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিবছর ৫০ জন ছাত্রছাত্রী এখান থেকে বের হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই গণমাধ্যমসহ অন্যান্য জনসংযোগমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত আছেন।

"গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা" বিভাগ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ। অধুনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু "গণযোগাযোগ" ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে "সাংবাদিকতা" বিভাগ চালু হলেও তাদের কোনটিই পূর্ণাঙ্গ বিভাগ নয়। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগটিতে "গণযোগাযোগ" ও "সাংবাদিকতা" দু'টি বিষয় একই সঙ্গে চালু রয়েছে, তবুও এটা অনেকের কাছে শুধু সাংবাদিকতা বিভাগ হিসাবেই পরিচিত। কোর্স বিচারে সাংবাদিকতার চেয়ে গণযোগাযোগের কোর্স সংখ্যাও বেশি। তা ছাড়া সাংবাদিকতা বিষয়টি গণযোগাযোগের একটি অংশ। তাই বিভাগটির নাম পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। বিভাগটিতে যে কোর্সগুলো পড়ানো হয় তার প্রায় ৭০% কোর্স "Social Science"-এর আওতাভুক্ত। এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, "Social Science" সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে চাকরি থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। পঠিত কোর্সগুলোর ওপর তাঁরা মন্তব্য করেন যে, সার্বিক কোর্সের ভিতর এমন কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যা অনেক পুরনো। কাজেই পুরনো বিষয়ের পরিবর্তন করে উন্নয়ন সাংবাদিকতা [Development Journalism] টেলিযোগাযোগ [Telecommunication], আন্তর্জাতিক যোগাযোগ [International Communication] ও পরিবেশ সাংবাদিকতা [Environment Journalism] চালু করা অথবা এই বিষয়গুলোকে ওপরের শ্রেণীতে বিকল্প বিষয় হিসাবে আনা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ পছন্দমতো বেছে নিতে পারেন। তাঁরা কিছু কিছু বিষয়ের ওপর অধিকমাত্রায় প্রশিক্ষণ পাবার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন "রিপোর্টিং", "এডিটিং" ও "গবেষণা পদ্ধতি"। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তীকালে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে বা চাকরির ক্ষেত্রে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই সপ্তাহের প্রতিদিন "রিপোর্টিং" ও এডিটিং ক্লাসে সংবাদ লেখা ও সংবাদ সম্পাদনা অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। অন্যদিকে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান [NGO]সমূহে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কাজ করতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কাজেই গবেষণা কর্মে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভাগে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। চিত্র সাংবাদিকতারও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টিও চালু নেই। বর্তমানে সমাজের প্রতিটি স্তরে কম্পিউটার প্রচলন হলেও এ বিভাগে এটি চালু নেই। সাঁটলিপি সাংবাদিকতার ছাত্রদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তা ছাড়া এম. ফিল. বা পিএইচ. ডি-র মতো ডিগ্রীর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন প্রযুক্তি সংযোজন করে বিভাগটিকে আধুনিকায়ন করা আবশ্যক।

বহুবিধ সমস্যার মাঝেও বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে একটি সেমিনার লাইব্রেরী রয়েছে। আতিকুজ্জামানের স্মৃতি রক্ষার্থে লাইব্রেরীটির নামকরণ করা হয়েছে "আতিকুজ্জামান স্মৃতি পাঠাগার"। এখানে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রকার জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। বাংলা ও ইংরেজী মিলে প্রায় ৪ হাজারের মতো বই রয়েছে। বইগুলোর অধিকাংশ এশিয়া ফাউন্ডেশনের অনুদান। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন এ বিভাগকে সাহায্য দিয়ে থাকে। যোগাযোগ, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পরিবার পরিকল্পনা ও সংবাদপত্রের তুলনামূলক গবেষণার ওপর প্রায় ৩৫০ খানা বই রয়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক। বাসায় পড়ার সুবিধার্থে তিনদিনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের এ লাইব্রেরী থেকে বই ধার নেয়ার সুযোগও রয়েছে।

সাংবাদিকতা শিক্ষায় প্রায়োগিক দিকটা বেশি প্রাধান্য পায়। প্রায়োগিক শিক্ষার সুবিধার্থে "বাসস" ও "ইউএনবি"-এর টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস এ বিভাগে চালু রয়েছে। মুদ্রণ সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ও ওয়ার্ল্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সংবাদপত্র কার্যালয় ও রেডিও-টেলিভিশন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তা ছাড়া এম. এ. শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র কার্যালয়ে ২ মাস মেয়াদী ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করা হয়। এতে সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তারা হাতে-কলমে শিখতে পারে। যোগাযোগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিবছর সার্কভুক্ত দেশসমূহে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। এ বছরও এ প্রস্তুতি চলছে।